পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

[প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। মুদ্রানীতিতে চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬.২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩.১১ শতাংশ ও ১৫.৫১ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার ১৩.১১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২.৮০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১১.০০ শতাংশ ও ১৫.১১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১০.৬৪ শতাংশ ও ১৩.৬১ শতাংশ। অন্যদিকে, ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৫ শেষের ৪.৮৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ৪.৮১ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়। এছাড়াও, মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাধ্যের মধ্যে আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন প্রণয়ন এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।]

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মূল্যস্ফীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি গড় মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার (৬.২ শতাংশ) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ও অর্থায়ন নীতি কৌশলাদিও প্রয়োজনমত ব্যবহার করছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার লক্ষ্যমাত্রা জুন, ২০১৬ এর জন্য যথাক্রমে ১৫.৬ শতাংশে এবং ১৬.০ শতাংশে প্রক্ষেপিত হলেও চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক আরো সংযত ভূমিকা পালন করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে যথাক্রমে ১৫.০ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশে। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত হয়েছে ১৪.৮ শতাংশে। অধিকন্তু, স্বল্পসুদে বেসরকারি খাতে বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ থাকছে। সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি (বার্ষিক ভিত্তিতে) ১৩.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০ শতাংশ থেকে কম। আলোচ্য অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের চেয়ে কম হয়েছে, যা ব্যাপক মুদ্রা প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হওয়ায় প্রভাব ফেলে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩.১১ শতাংশ ও ১৫.৫১ শতাংশে, যা জুন ২০১৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২.৪২ শতাংশ এবং ১৪.৩৩ শতাংশ।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫.১১ শতাংশে দাঁড়ায়, যেখানে জুন, ২০১৫ শেষে বছরভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.১৯ শতাংশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে নীতি সুদ হার কমানো হয়েছে। মূল্যস্ফীতির নিম্নগামিতার প্রেক্ষিতে বাজারভিত্তিক হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রেপো ও রিভার্স রেপোর হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে যথাক্রমে ৬.৭৫ এবং ৪.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এফডিআই (Foreign Direct Investment) ও এফপিআই (Foreign Portfolio Investment) অন্তঃপ্রবাহ, প্রবাসীদের কাছ থেকে আসা রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয়ের কারণে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ২৫.১০ শতাংশে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি টাকার মূল্যমানে উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করছে এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপের (intervention) কারণে টাকার মান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের ১৩ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ৩,১৯২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। মূলতঃ রপ্তানিকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এই নীতি-কৌশল অবলম্বন করছে। ব্যাংকিং খাতে অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ ও আর্থিক জালিয়াতি বন্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারসহ নজরদারি আরো জোরদার করা হয়েছে; প্রাসঙ্গিক ড্যাশবোর্ড চালু করে নজরদারিকে আরো তীক্ষ্ণ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি ৫.১ঃ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
সংকীর্ণ মুদ্রা	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	১৬.১৪
ব্যাপক মুদ্রা	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৩.১১
রিজার্ভ মুদ্রা	৬.৮৫	২১.০৩	৮.৯৯	১৫.০২	১৫.৪৬	১৪.৩৩	১৫.৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক; * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ১৩.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৬০ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.১৪ শতাংশ যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১০.০০ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.৩৩ শতাংশ ও তলবি আমানত ১৯.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.২০ শতাংশ এবং তলবি আমানত ২৮.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন, ২০১৫ শেষে ৭,৮৭,৬১৩.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন, ২০১৪ শেষে ৭,০০,৬২৩.৫০ কোটি টাকা ছিল। বছরভিত্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৪৫,০৩৬.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১২.৮০

শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান হলো সংকীর্ণ মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ১২.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ শেষে ১৩.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা (বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

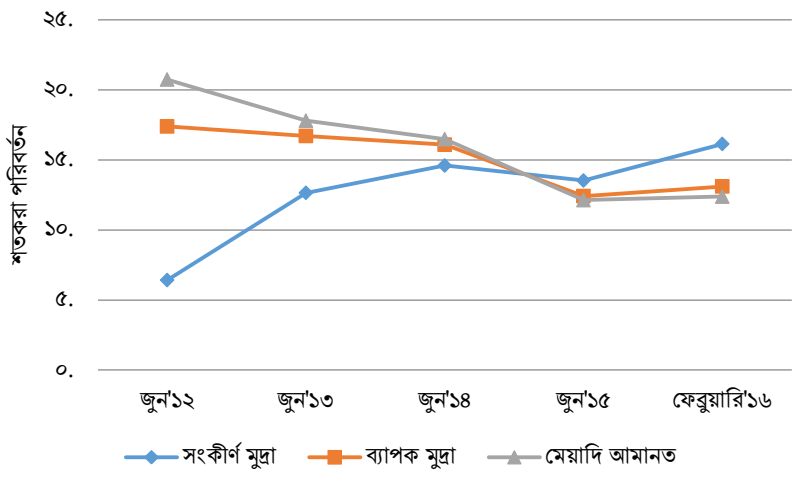

সারণি ৫.২ঃ মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৭৮৮১৮.৭	১১৩২৫০.১	১৬০০৫৬.৬	১৮৯২২৮.৮	১৭১৫৯৩.৬	২১৪৬৭০.৬
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৪৩৮২৯০.৮	৪৯০২৫৫.৩	৫৪০৫৬৬.৯	৫৯৮৩৮৪.৯	৫৭৫৪৯২.৯	৬৩০৩৬৫.৪
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	৫১৪৯৭২.৬	৫৭১৭৩৭.১	৬৩৭৯০৬.২	৭০১৫২৬.৫	৬৭৩৫৭৬.৩	৭৪৭৬৭২.৬
১) সরকারি খাত (নীট)	৯১৭২৮.৯	১১০১২৪.৬	১১৭৫২৯.৪	১১০২৫৭.৩	১১০৭০১.৫	১০২৬৯২.২
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১৫৩৪২.১	৯৪৫৫.৩	১২৭৩৬.৯	১৬৬৬৯.৮	১৭৩৪০.৩	১৭০১৯.৯
৩) বেসরকারি খাত	৪০৭৯০১.৬	৪৫২১৫৭.২	৫০৭৬৩৯.৯	৫৭৪৫৯৯.৪	৫৪৫৫৩৪.৫	৬২৭৯৬০.৫
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৭৬৬৮১.৮	-৮১৪৮১.৮	-৯৭৩৩৯.৩	-১০৩১৪১.৬	-৯৮০৮৩.৪	-১১৭৩০৭.২
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	**১০৯৭২১.৪**	**১২৩৬০৩.১**	**১৪১৬৪৫.১**	**১৬০৮১৩.৮**	**১৪৫৫০৯.৭**	**১৬৮৯৯৭.৪**
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৫৮৪১৭.১	৬৭৫৫২.৯	৭৬৯০৮.৪	৮৭৯৪০.৮	৮৩০৬৭.৭	৯৪১৩৭.৪
খ) তলবি আমানত[২/]	৫১৩০৪.৩	৫৬০৫০.২	৬৪৭৩৬.৭	৭২৮৭৩.০	৬২৪৪২.০	৭৪৮৬০.০
৪. মেয়াদি আমানত	৪০৭৩৮৮.১	৪৭৯৯০২.৩	৫৫৮৯৭৮.৪	৬২৬৭৯৯.৯	৬০১৫৭৬.৮	৬৭৬০৩৮.৬
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	**৫১৭১০৯.৫**	**৬০৩৫০৫.৪**	**৭০০৬২৩.৫**	**৭৮৭৬১৩.৭**	**৭৪৭০৮৬.৫**	**৮৪৫০৩৬.০**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১১.৬৮	৪৩.৬৮	৪১.৩৩	১৮.২৩	১৯.৯৬	২৫.১০
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৮.৪৭	১১.৮৬	১০.২৬	১০.৭০	১০.৮৩	৯.৫৩
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৯.৫১	১১.০২	১১.৫৭	৯.৯৭	১০.৬৪	১১.০০
১) সরকারি খাত (নীট)	২৫.২৬	২০.০৫	৬.৭২	-৬.১৯	-৪.৫৮	-৭.২৪
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	-৯.৫০	-৩৮.৩৭	৩৪.৭১	৩০.৮৮	৩৭.৪৯	-১.৮৫
৩) বেসরকারি খাত	১৯.৭২	১০.৮৫	১২.২৭	১৩.১৯	১৩.৬১	১৫.১১
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	২৫.৮২	৬.২৬	১৯.৪৬	৫.৯৬	৯.৫৫	১৯.৬০

সূচক	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	**৬.৪২**	**১২.৬৫**	**১৪.৬০**	**১৩.৫৩**	**১০.০০**	**১৬.১৪**
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৬.৬১	১৫.৬৪	১৩.৮৫	১৪.৩৪	১৩.২০	১৩.৩৩
খ) তলবি আমানত	৬.২১	৯.২৫	১৫.৫০	১২.৫৭	২৮.৯৫	১৯.৮৯
৪. মেয়াদি আমানত	২০.৭৪	১৭.৮০	১৬.৪৮	১২.১৩	১৩.৫০	১২.৩৮
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	**১৭.৩৯**	**১৬.৭১**	**১৬.০৯**	**১২.৪২**	**১২.৮০**	**১৩.১১**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, নোট: ১/ পুঞ্জিভুত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপকমুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

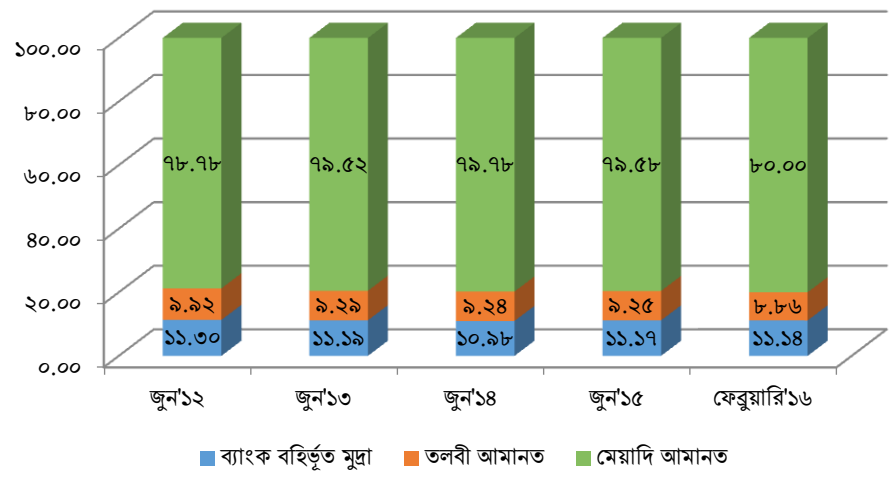

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯.৯৭ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৫৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার ১০.৬৪ শতাংশ থেকে বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.১১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৬১ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৭.২৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪.৫৮ শতাংশ । ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৩.৭৩ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮৩.৯৯ শতাংশ, যা জুন, ২০১৫ শেষে ৮১.৯১ শতাংশ ছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

অর্থবছর ২০১৪-১৫ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ১,৪৮,৪৮২.৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ১,২৯,৮৭৫.৩ কোটি টাকা ছিল। জুন, ২০১৪ এর তুলনায় জুন, ২০১৫ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১৪.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৪৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ২০.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৪২.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৮.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩১.৬১ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার ১৫.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একইসময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.২৯ শতাংশ। উপাদানভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রার বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৫.৩ -এ এবং উৎসভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি সারণি ৫.৪ -এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০১২	জুন ২০১৩	জুন ২০১৪	জুন ২০১৫	ফেব্রুয়ারি, ১৫	ফেব্রুয়ারি, ১৬
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৬৪৮৯৬.৫	৭৫৩৭২.৩	৮৫৪৮৫.২	৯৭৩৬১.৫	৯১৬৬৮.৪	১০২৯৭৩.১
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩২৬৬২.৩	৩৬৮০৩.৪	৪৩৯৯৭.৭	৪৯৮৩৮.৯	৪৭০৯১.৭	৫৭৩৯৪.৯
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৪৩.৯	৩১৩.৭	৩৯২.৪	৪৬৩.৮	৪২৫.৮	৫২৭.৯
৪. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)+(৩)]	**৯৭৮০২.৭**	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১৫৩২৭৫.৮**	**১৩৯১৮৫.৯**	**১৬০৮৯৫.৯**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৭.২২	১৬.১৪	১৩.৪২	২০.৪৬	১৪.৯৯	১২.৩৩
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১২.৬০	১২.৬৮	১৯.৫৫	১৩.২৮	১৫.৯৭	২১.৮৮
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২২.০৭	২৮.৬২	২৫.০৯	১৮.২০	২৩.৭৮	২৩.৯৮
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	**৮.৯৯**	**১৫.০২**	**১৫.৪৬**	**১৮.০২**	**১৫.৩৫**	**১৫.৬০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪ঃ রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন ২০১২	জুন ২০১৩	জুন ২০১৪	জুন ২০১৫	ফেব্রুয়ারি ১৫	ফেব্রুয়ারি ১৬
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৬৮৯৩০.১	১০৩২৪৬.০	১৪৭৪৯৬.৬	১৭৭৩৯৩.৭	১৭১৫৯৩.৬	২০৩০৩২.৪
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৮৮৭২.৬	৯২৪৩.৪	-১৭৬২১.৩	-২৮৯১১.২	-৩১৫৮১.৪	-৪১৩০৯.৪
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৬৫২৬২.৯	৪২৮২২.৭	১৫৫৯৫.২	১৩২৭৬.১	৭৬৬৮.২	১৩৯৬২.২
ক.১. সরকারের নিকট	৩৭৮৫৪.৯	২৭০৬৯.০	৩৮৪০.৬	৮১০.৫	-৬৫২১.০	১১০০.৯
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	১১৮১.৯	১৩৫৪.৫	১২০২.৭	২১৬০.৮	২০৭০.৭	২০৮১.৪
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	২২৬২৭.৪	১০২১৯.০	৬২৭৯.২	৫৬৫৯.২	৭৫৩৯.৪	৫৯৫৬.৫
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৩৫৯৮.৭	৪১৮০.২	৪২৭২.৭	৪৬৪৫.৬	৪৫৭৯.১	৪৮২৩.৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৬৩৯০.৩	-৩৩৫৭৯.৩	-৩৩২১৬.৫	-৪২১৮৭.৩	-৩৯২৪৯.৬	-৫৫২৭১.৬
৩. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)]	**৯৭৮০২.৭**	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১৪৮৪৮২.৫**	**১৪০০১২.২**	**১৬১৭২৩.০**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১২.৩৭	৪৯.৭৮	৪২.৮৬	২০.২৭	৩১.৬১	১৮.৩২
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১.৬৯	-৬৭.৯৯	-২৯০.৬৪	৬৪.০৭	-৩০৪.৫৯	৩০.৮০
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	২০.৩২	-৩৪.৩৮	-৬৩.৫৮	-১৪.৮৭	-৮৫.৬১	৮২.০৮
ক.১. সরকারের নিকট	১৯.৩৮	-২৮.৪৯	-৮৫.৮১	-৭৮.৯০	-১৪৮.৮৩	-৯১.৭৬
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৫২.১৭	১৪.৬০	-১১.২১	৭৯.৬৬	৫৯.৭৮	০.৫২
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	২১.৬০	-৫৪.৮৪	-৩৮.৫৫	-৯.৮৭	১৭.০১	-৮৫.৪০
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১৪.৪৭	১৬.১৬	২.২১	৮.৭৩	৮.৭১	৫.৩৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৪০.৭৯	-৭.৭২	-১.০৮	২৭.০১	৩.৭৪	৪০.৮২
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	**৮.৯৯**	**১৫.০২**	**১৫.৪৬**	**১৪.৩৩**	**১৫.২৯**	**১৫.৫১**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৪ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৭৮.৯০ শতাংশ হ্রাস পায়, যা অর্থবছর ২০১৩-১৪ শেষে ৮৫.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৯.৮৭ শতাংশ হ্রাস পায়, যা অর্থবছর ২০১৩-১৪ এ ৩৮.৫৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৯১.৭৬ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪৮.৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৮৫.৪০ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৭.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৫৯.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১৪-১৫ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন, ২০১৪ শেষের ৫.৩৯৫ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন, ২০১৫ শেষে ৫.৩০৪ এ দাঁড়ায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হওয়ায় জুন, ২০১৫ এর তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে মুদ্রা গুণক ৫.২২৫ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত জুন, ২০১৫ শেষের ০.২১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.২১৫ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত জুন, ২০১৫ এর ন্যায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ০.১২৫ হয়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ১.৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। সারণি ৫.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপি এর পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে মুদ্রার আয় গতি হ্রাস পাচ্ছে যা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetisation) নির্দেশ করে। সারণি ৫.৫ এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি ৫.৫ঃ মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকায়)

	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	ব্যাপক মুদ্রার (জিডিপি'র শতকরা হার)
২০০৫-০৬	৪৮২৩.৪	১৮০৬.৭	২.৬৭	৩৭.৪৬
২০০৬-০৭	৫৪৯৮.০	২১১৫.০	২.৬০	৩৮.৪৭
২০০৭-০৮	৬২৮৬.৮	২৪৮৭.৯	২.৫৩	৩৯.৫৭
২০০৮-০৯	৭০৫০.৭	২৯৬৫.০	২.৩৮	৪২.০৫
২০০৯-১০	৭৯৭৫.৪	৩৬৩০.৩	২.২০	৪৫.৫২
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	২.০৮	৪৮.১০
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	২.০৪	৪৯.০১
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	১.৯৯	৫০.৩৪
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬.৭	৭০০৬.২	১.৯২	৫২.১৪
২০১৪-১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১	১.৯২	৫২.০৪
২০১৫-১৬ সা	১৭২৯৫.৭	৮৪৫০.৪ ফা	২.০৫	৪৮.৮৬

সা=সাময়িক, ফা = ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সারণি ৫.৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রার আয় গতি ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষের ২.৬৭ থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ১.৯২-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ১.৯৯। মূলত ব্যাপকমুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার চলতি বাজার মূল্যের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে বলে মুদ্রার আয় গতি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং এ কারণেই জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ যেখানে জিডিপির ৩৭.৪৬ শতাংশ সেখানে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫২.০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ ৫ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

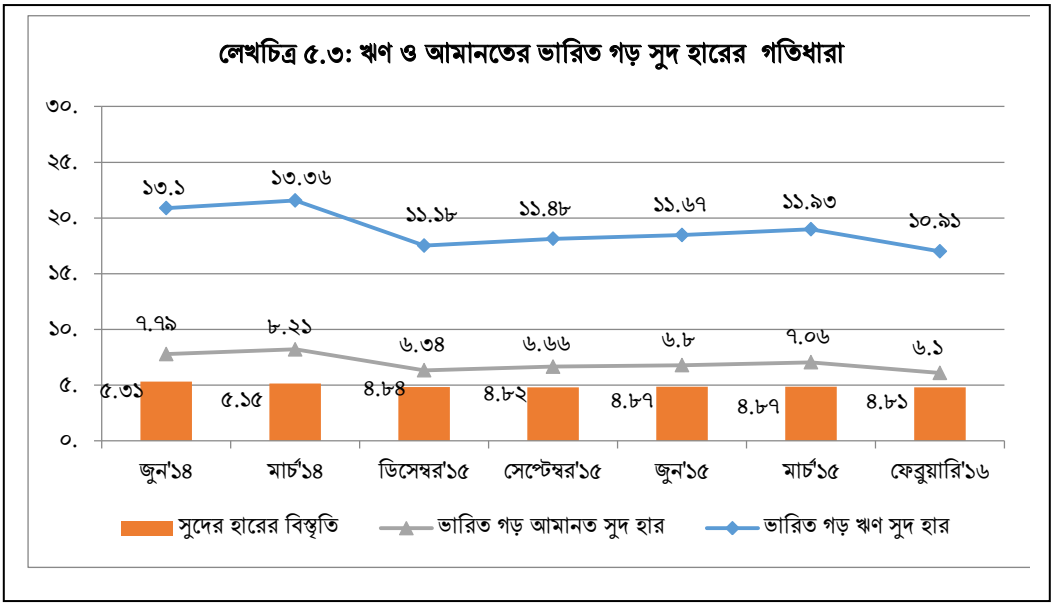

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার জুন, ২০১৪ শেষে ১৩.১০ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন, ২০১৫ শেষে ১১.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ১০.৯১ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার জুন, ২০১৪ শেষে ৭.৭৯ শতাংশ ছিল যা, জুন, ২০১৫ শেষে হ্রাস পেয়ে ৬.৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে আরও হ্রাস পেয়ে ৬.১ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৪ শেষের ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.৩১ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৫ শেষে ৪.৮৭ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন, ২০১৫ শেষের ৪.৮৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ৪.৮১ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণের ভারিত গড় সুদ হার, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান লেখচিত্র- ৫.৩-এ দেখানো হলো।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (NBFIs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs), সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন (BSEC)।

ব্যাংকিং খাত

জানুয়ারি, ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এছাড়াও তফসিলভুক্ত নয় এমন ৬টি ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে ব্যাংকগুলো হচ্ছেঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। জানুয়ারি, ২০১৬ শেষে ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক কাঠামো এবং মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ যথাক্রমে সারণি-৫.৬ -এ সন্নিবেশিত হলোঃ

সারণি: ৫.৬ঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা*			মোট সম্পদের শতকরা অংশ**	মোট আমানতের শতকরা অংশ**
		শহরাঞ্চলে (%)	গ্রামাঞ্চলে (%)	মোট (%)		
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৩৬৬ (৩৩.৬১)	২৩২৪ (৪৩.৫৭)	৩৬৯০ (৩৯.২৬)	২৭.৫৩	২৮.৪৪
বিশেষায়িত ব্যাংক	২	১১০ (২.৭১)	১২৯৬ (২৪.৩০)	১৪০৬ (১৪.৯৬)	২.৮২	২.৮৬
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	২৫১৩ (৬১.৮৪)	১৭১৪ (৩২.১৩)	৪২২৭ (৪৪.৯৮)	৬৪.৫০	৬৪.৪৬
বিদেশি ব্যাংক	৯	৭৫ (১.৮৫)	০ (০)	৭৫ (০.৮০)	৫.১৫	৪.২৫
মোট	**৫৬**	**৪০৬৪ (৪৩.২৪)**	**৫৩৩৪ (৫৬.৭৬)**	**৯৩৯৮ (১০০)**	**১০০**	**১০০**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত; ** ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

সারণি ৫.৬ হতে দেখা যাচ্ছে যে, জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ৯,৩৯৮টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহরাঞ্চলে ৪,০৬৪টি (৪৩.২৪%) এবং গ্রামাঞ্চলে ৫,৩৩৪টি (৫৬.৭৬%) শাখা অবস্থিত। মোট রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখার মধ্যে ১,৩৬৬টি শহরাঞ্চলে ও ২,৩২৪টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখার মধ্যে ২,৫১২টি শহরাঞ্চলে ও ১,৭১৪টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১১০টি শহরাঞ্চলে ও ১,২৯৬টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোর ৭৫টি শাখার সবগুলোই শহরাঞ্চলে অবস্থিত, গ্রামাঞ্চলে এদের কোন শাখা নেই। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট সম্পদের ৬৪.৫০ শতাংশ এবং মোট আমানতের ৬৪.৪৬ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। একই সময় পর্যন্ত মোট সম্পদের ২৭.৫৩ শতাংশ এবং মোট আমানতের ২৮.৪৪ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত দেশে কার্যরত মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩টি। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ২১১টি শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১০,০৩৪.৫৬ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৬,৩২৮.৬২ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১,৪৩৪.৮৭ কোটি টাকা। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর, ২০১৫ শেষে প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৫১.৯২ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বকেয়া ঋণ/লিজের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪,৮৬৭.০১ কোটি টাকা।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত পদগুলো গ্রহণ করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ পণ্য ও সেবার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh জারি করা হয়। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়াও দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়াও আর্থিক

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা হচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

সহজ উপায়ে মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়াকেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) বলা হয়। প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভুক্ত গোষ্ঠিকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, তাঁতী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী, ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, কর্মজীবী ও পথশিশু, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীগণকে এর আওতায় আনা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ১০ টাকায় কৃষকের ৮৯,৩৩,৯৪৪টি; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের ৩৯,২০,১৪৫ টি; মুক্তিযোদ্ধাদের ১,৯২,০৮৭ টি; ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাদের ৫৭,৪২৪ টি; তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ২,৭৯,০০২ টি; দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১,১৫,৯৪১ টি এবং অন্যান্য হিসাবসহ সর্বমোট ১,৫৯,৩৯,১৫৪ টি ব্যংক হিসাব খোলা হয়েছে।

স্কুল ব্যাংকিং

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার পরিধি বিস্তৃতিকরণে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলনের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা জারি করা হয়। ২০১০ সালে ৬-১৮ বছরের কম বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য চালুকৃত স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলার কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১৬ এ সার্কুলার জারি করে ৬ বছরের কমবয়সী শিক্ষার্থীদের নামে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলার জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা সর্বমোট ১০,৩৪,৯৫৪ টি এবং জমাকৃত স্থিতির পরিমাণ ৮৪৪.১৯ কোটি টাকা।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে 'অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩' কার্যকর করার পাশাপাশি উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ি ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। এছাড়া, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ইতোপূর্বে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ADR এর মাধ্যমে মামলা আরো দ্রুততর সময়ে সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দানের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে পযার্লোচনাধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকি অব্যাহত রয়েছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী এবং রূপালী ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালন ব্যবস্থার ওপর বিশেষ পরিদর্শন কাযক্রর্ম সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ/দূর্বলতাসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে অবহিত করা হচ্ছে এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে মূলধন ঘাটতির

কারণে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড-কে ১,২০০ কোটি টাকা পুনঃমূলধন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিশেষায়িত দুইটি ব্যাংককে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

দেশের বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছর গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- পুঁজিবাজার বিনিয়োগ, ব্যাংক কোম্পানির ধারণকৃত মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ, Special Purpose Vehicle, Alternative Investment Fund বা সমজাতীয় কোন তহবিল-এ ব্যাংক-কোম্পানীর বিনিয়োগ, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের অনিয়মের জন্য অভিন্ন জরিমানা/দন্ড আরোপ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ব্যাংকগুলোর তারল্যের গতিধারা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনায় নজরদারি আরও জোরদারকরণের পদক্ষেপ হিসেবে তারল্য পযার্প্ততার দুটি নতুন পরিমাপের Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR) প্রবর্তন করা রয়েছে।

- ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী ও সময়োপযোগীকরণের জন্য Comprehensive Risk Management Reporting (CRMR) নামে একটি নতুন রিপোর্টিং ফরম্যাট প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, নিবিড় মনিটরিং এর স্বার্থে ব্যাংকগুলোকে প্রতি ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মাসিক ভিত্তিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পেপার ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের গুরত্ব বৃদ্ধি এবং sound risk management culture প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর শাখা সম্প্রসারণ, এডি লাইসেন্স প্রদান, লভ্যাংশ ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিবেচ্য নির্দেশকগুলোর পাশাপাশি ব্যাংকের High ও Critical risk management rating কে নেতিবাচক নির্দেশক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

- ১২ টি core FSI (Financial Soundness Indicator) এবং ৯ টি Encouraged FSI প্রস্তুত করা হয়েছে এবং IMF নির্দেশিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য পূর্বে বাংলাদেশ প্রস্তুতকৃত template অনুযায়ি তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে non-compliant country হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ compliant country হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। IMF কর্তৃক প্রস্তুতকৃত templates অনুযায়ি Data compile করে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের Soundness Indicator সমুহের অবস্থা জানা এবং দেশের FSI data এর সাথে দেশীয় FSI data এর তুলনামূলক পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে যা সুপারভিশন প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

- আমানত ও ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তাঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ এবং আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread ৫ শতাংশ এর মধ্যে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

- ভাল ঋণগ্রহীতাদের (Good Borrower) প্রণোদনা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট হারে রিবেট দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মার্চ ১৯, ২০১৫ তারিখ থেকে ডিসেম্বর ৩১, ২০১৫ এর মধ্যে যে কোন তারিখে বিদ্যমান কোন গ্রাহক তার ঋণ হিসাবের বিগত ৩ বছরের লেনদেন বিবেচনায় ভাল ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হলে তিনি ১৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখ থেকে উক্ত তারিখ পর্যন্ত প্রদত্ত সুদ/মুনাফার উপর রিবেট প্রাপ্য হবেন। তবে এ ক্ষেত্রে, ব্যাংকের ২০১৫ হিসাববর্ষের স্থিতিপত্র

চূড়ান্তকালে ভাল ঋণগ্রহীতাদের প্রাপ্য রিবেট এর বিপরীতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণপূর্বক ২০১৬ সালে তা প্রদান করা যাবে।

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ কার্যকর করার পাশাপাশি উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ি ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায় জোরদার করা হয়েছে।

বক্স ৫.১: ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহকে অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ও ব্যাংকিং খাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১৫ সালে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ তৈরি এবং বিশদ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সে অনুযায়ি মূলধন সংরক্ষণের হার জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং জানুয়ারি, ২০২০ সালে এর পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহকে তাদের যাবতীয় বস্তুগত ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের কৌশল নির্ধারণসহ ভবিষ্যতে অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য পরিমিত তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধনের সাথে Capital Buffer সংরক্ষণ করতে হবে, যা ভবিষ্যতে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাংকসমূহকে সাহায্য করবে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় নতুন মূলধন পর্যাপ্ততার কাঠামোগুলোকে নিম্নবর্ণিত হারে সংরক্ষণ করতে হচ্ছেঃ

১. *Common Equity Tier-1 মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৪.৫ শতাংশ।*
২. *Tier-1 মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৬ শতাংশ। অর্থাৎ অতিরিক্ত Tier-1 মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ ১.৫০ শতাংশ হতে পারবে।*
৩. *ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সাথে মূলধনের ন্যূনতম অনুপাত [Capital to risk Weighted Asset Ratio, (CRAR)] হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ। সে অনুসারে, Tier-2 মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারবে।*
৪. *ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ ও মূলধনের ন্যূনতম হার (CRAR) ছাড়াও ব্যাংকগুলোকে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ২.৫ শতাংশ আপৎকালীন সুরক্ষা (Buffer) হিসেবে অতিরিক্ত Common Equity Tier-1 মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে।*
৫. *ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের Common Equity Tier-1(CET-1) Capital হিসাবায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত Specific Provision এর ফলে সৃষ্ট Defferred Tax Assets (DTA) এর সর্বোচ্চ ৫% CET-1 মূলধন হিসেবে স্বীকৃতিযোগ্য হবে। তবে, অন্য যেকোন খাত হতে সৃষ্ট Defferred Tax Assets (DTA) পূর্বের ন্যায় Common Equity Tier-1(CET-1) Capital এর সাথে সমন্বয় করতে হবে।*

তফসিলী ব্যাংকসমূহ ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী ব্যাসেল-৩ এর আলোকে প্রস্তুত করে যাতে সে অনুযায়ি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) ১০.৮৪ শতাংশে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম (১১.৩৫ শতাংশ)।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ (Oversight); ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ; এবং Real Time Gross Settlement (RTGS) বাস্তবায়ন করছে।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস- এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৫,৭৬,৯৯৬ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ যার মধ্যে সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তে মোট ১১,৬২,০৮,২১২ টি লেনদেনের মাধ্যমে ১৬,৫৬৮.৮৯ কোটি টাকা লেনদেন হয় এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়। Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স এর অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ ব্যাংক শাখা / এটিএম/ মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ব্যক্তি কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের

অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ ইউটিলিটি বিল), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ কর্পোরেট/শিল্প কারখানা/অফিস সমূহের বেতন বিতরণ), সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি), ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অর্থ পরিশোধ (যেমন কর পরিশোধ), ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্ট থেকে আরেকজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্টে) এবং অন্যান্য লেনদেনসমূহ যেমন মাইক্রোফাইন্যান্স, ওভারড্রন সুবিধা (উত্তোলিত সুবিধা), ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৪১টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যার মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, চীন, জর্ডান, লেবানন, কাজাখস্তান ও নাইজেরিয়া।
- বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সহায়তায় দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশের জন্য মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্পর্কিত National Risk and Vulnerability Assessment Report প্রণয়ন করেছে।
- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্পর্কিত National Risk and Vulnerability Assessment এর ফলাফলের ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৫-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত জাতীয় কৌশলপত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধকার্যে ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি সংস্থার জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।
- বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) কর্তৃক পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার অনসাইট ভিজিট ১১-২২ অক্টোবর, ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনসাইট ভিজিটকালে এপিজি'র অনসাইট টিম বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থার সাথে ৪৮টি মুখোমুখি বৈঠকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া ও বিধি প্রণয়ন এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত আইন ও বিধিবিধান বাস্তবায়ন এবং এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো।

প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২২ জুন, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 এর সংশোধন করা হয়েছে, যা ১৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে ;

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ১২ জুলাই, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ১২ জুলাই, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সিকিউরিটির দৈনিক লেনদেনে মূল্যের উত্থান-পতনের সর্বোচ্চ মাত্রা সংক্রান্ত সার্কিট ব্রেকার বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ১৩ মে, ২০১৫ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে;
- স্টক ব্রোকারে রক্ষিত গ্রাহক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে ইস্যুয়ার কোম্পানি অথবা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য কমিশন কর্তৃক ১৪ মে, ২০১৫ তারিখ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;
- বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশী বিনিয়োগসহ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিকে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি, যা ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগজনিত ক্ষতির প্রভিশনিং সম্পর্কে ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;
- মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে মেয়াদোত্তীর্ণ মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রুপান্তরের গাইডলাইনস ৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জারি করা হয়েছে;
- ইস্যুয়ার কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহের বিষয়ে জারিকৃত আদেশ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- দাপ্তরিক স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যে ঢাকার আগারগাঁও এ বিএসইসি এর নিজস্ব দাপ্তরিক ভবন নির্মাণ;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম শুরু;
- বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের লেনদেনের নিষ্পত্তির জন্য ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু;
- Small and Medium Enterprise (SME) এর জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের জন্য পৃথক Small Cap Platform গঠনের প্রক্রিয়া শুরু;
- "পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল" নামে ৯০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন;
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির নিরীক্ষকদের প্যানেল প্রকাশ;
- Exchange Traded Fund (ETF) গঠনের প্রক্রিয়া শুরু;
- দেশে financial লিটারেসি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন;
- Closed-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে Open-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড এ রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু;
- কোম্পানির ভবিষ্যত বিচার বিশ্লেষণ করে মূলধন বিনিয়োগ (অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) করার লক্ষ্যে ৩ টি কোম্পানিকে Fund Manager এর লাইসেন্স প্রদান;
- ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ সমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা তথা মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথক করার লক্ষ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীমের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৫ সালের জুন মাসের ৫৫৫ টি থেকে বেড়ে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৬২ টিতে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১০,৯৮২.৬৫ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন, ২০১৫ এর ১,০৯,১৯৫.৩৫ কোটি টাকার তুলনায় ১.৬৪ শতাংশ বেশি। ৩০ শে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩২৪,৭৩০.৬৩ কোটি টাকা, যা ৩.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,১৪,৩৪৯.৬৬ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৫ সালের জুন শেষে ছিল ৪,৫৮৩.১১ পয়েন্ট যা ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ ১.৫৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৫১১.৯৭ পয়েন্ট। জুন-ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৯,১৯৫.৩৫ কোটি টাকা থেকে ১,১০,৫৯২.৪৯ কোটি টাকায় উন্নিত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১.২৮ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বাজার মূলধন ৩,২৪,৭৩০.৬৩ কোটি টাকা থেকে ৩,১৫,৯৭৫.৭৭ কোটি টাকায় উন্নিত হয় যা পূর্বের তুলনায় ২.৭০ শতাংশ কম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী সারণি ৫.৭ ও লেখচিত্র ৫.৪ এ সন্নিবেশিত হলো:

সারণি ৫.৭ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক**	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ***
২০০১-০২	২৫৭	১৫	৩,৪৯৬.৮৩	৬,৩১৩.৫২	৩,৪৯৩.৫৬	৭৯২.৫৬	-
২০০২-০৩	২৬০	৩	৩,৬০৮.১১	৬,৯২০.১০	৩,০৫৯.৬৭	৮৩০.৪৬	-
২০০৩-০৪	২৬৭	১০	৪,৮৯৩.৯১	১৩,৬৬৪.০৯	২,৪৭৭.০২	১৩১৮.৯২	-
২০০৪-০৫	২৭৭	৫	৬,৬৩৯.১৯	২২,২০৪.৫৬	৭,৫৫৬.৪২	১৭১৩.১৭	-
২০০৫-০৬	৩০৩	১৮	৮,৫৭২.২৬	২১,৫৪২.১৯	৪,৬০০.৮২	১৩৩৯.৫৩	-
২০০৬-০৭	৩২৫	১০	১৬,৪২৭.৯৩	৪৭,৫৮৫.৫৪	১৬,৪৬৭.১৬	২১৪৯.৩২	-
২০০৭-০৮	৩৭৮	১৩	২৮,৪৩৭.৯৭	৯৩,১০২.৫২	৫৪,৩২৮.৬০	৩০০০.৫০	-
২০০৮-০৯	৪৪৩	১৭	৪৫,৭৯৪.৪০	১২৪,১৩৩.৯০	৮৯,৩৭৮.৯২	৩০১০.২৬	-
২০০৯-১০	৪৫০	২৩	৬০,৭২৬.২৯	২৭০,০৭৪.৪৬	২৫৬,৩৪৯.৮৬	৬১৫৩.৬৮	-
২০১০-১১	৪৯০	১৯	৮০,৬৮৩.৯১	২৮৫,৩৮৯.২২	৩২৫,৯১৫.২৬	৬১১৭.২৩	-
২০১১-১২	৫১১	১৫	৯৩,৩৬২.৯৬	২৪৯,১৬১.২৯	১১৭,১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮	-
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮,৩৫৮.৯৭	২৫৩,০২৪.৬০	৮৫,৭০৮.৯৭	-	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩,২০৭.৬৪	২৯৪,৩২০.২৩	১১২,৫৩৯.৮৪	-	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯,১৯৫.৩৫	৩২৪,৭৩০.৬৩	১১২,৩৫১.৯৫	-	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬*	৫৬২	৬	১১০,৯৮২.৬৫	৩১৪,৩৪৯.৬৬	৭৫,৪৬৩.৫৫	-	৪৫১১.৯৭

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

নোট: * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত। ** ০১ আগস্ট, ২০১৩ ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। *** এস অ্যান্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি "ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজি" অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নতুন বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) চালু করে।

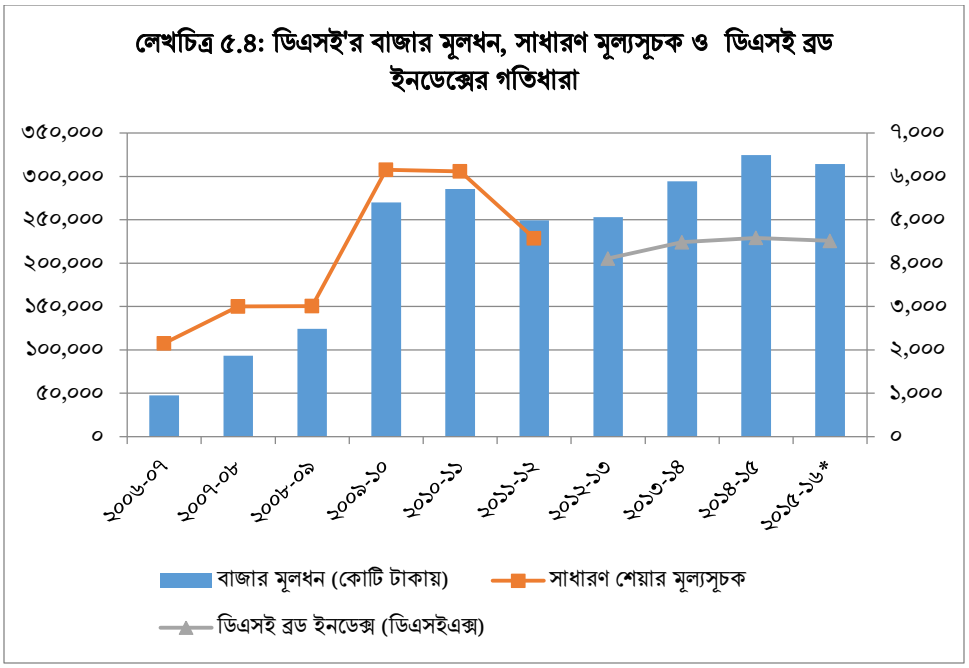

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড; * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৫ সালের জুন মাসের ২৯২ টি থেকে বেড়ে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি, তারিখে ৩০২ টিতে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪,৭৩৬.২৮ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন, ২০১৫ এর ৫০,১৩০.৬৩ কোটি টাকার তুলনায় ৯.১৮ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৫৭,১৪৬.৪০ কোটি টাকা, যা ৩.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৪৮,২৫২.৩৬ কোটি টাকা। চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৫ সালের জুন শেষে ছিল ১২৭৩৮.২৩ পয়েন্ট যা ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ ১.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩,৯২০.৫১ পয়েন্ট। চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী সারণি ৫.৮ ও লেখচিত্র ৫.৫ এ সন্নিবেশিত হলো:

সারণি ৫.৮ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০১-০২	১৮৪	১২	৩০৮০.৭৪	৫৬১৯.০৫	১৫৮৪.১২৬	১৩১৫.৬৮
২০০২-০৩	১৮৫	১১	৩১৬৭.৯০	৬০২০.৮৬	১০৯১.২৩৭	১৪০৯.৭২
২০০৩-০৪	২০১	১০	৪৪৯৫.২৩	১২৭২০.০১	৮৪০.৮০৭৩	২৩২৯.৪৫
২০০৪-০৫	১৯৮	৮	৪৯৯৭.৪১	২০১৭২.২০	১৬৮১.৪৭১	৩৩৪৭.০৯
২০০৫-০৬	২১৩	১৯	৬৩৭৫.০২	১৯৫৫৫.১৭	১১৪৩.৯১	২৮৭৯.১৯
২০০৬-০৭	২১৯	১০	৮২২৫.১৭	৩৯৯২৬.৮২	৩৪৩৭.৭৪	৫১৯৪.৭৬
২০০৭-০৮	২৩১	১৪	১০৩১৪.০৮	৭৭৭৭৪.২৮	৮০১৬.২১	৯০৫০.৫৬
২০০৮-০৯	২৪৬	১৮	১৪২৪৬.৫৫	৯৭৪৯৪.৮২	১২৫১৮.২৫	১০৪৭৭.৬৭
২০০৯-১০	২৩২	২৩	২০৬৭৭.৩৯	২২৪১৭৬.৭৮	২১৭১১.২৩	১৮১১৬.০৫
২০১০-১১	২২০	১৯	৩০১৫৫.৩৩	২২৫৯৭৭.৭৮	৩২১৬৮.২৩	১৭০৫৯.৫৩
২০১১-১২	২৫১	১৫	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৩৪৮৫.৪৯	১৩৭৩৬.৪২
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮.০৯	১৯১৯০৭.০৩	১০১৯৮.৫২	১২৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৩.৯৭	২২৯৭৭২.৮২	১০২১৮.২৭	১৩৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৯২	২০	৫০১৩০.৬৩	২৫৭১৪৬.৪০	৯৬৪৮.০০	১৪০৯৭.১৭
২০১৫-১৬*	৩০২	১০	৫৪৭৩৬.২৮	২৪৮২৫২.৩৭	৫৬২৭.২০	১৩৯২০.৫১

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত

নোটঃ ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিক ভাবে সাধারণ শেয়ার মুল্যসুচক পদ্ধতিতে (Z- গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

লেখচিত্র ৫.৫: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্যসূচকের গতিধারা

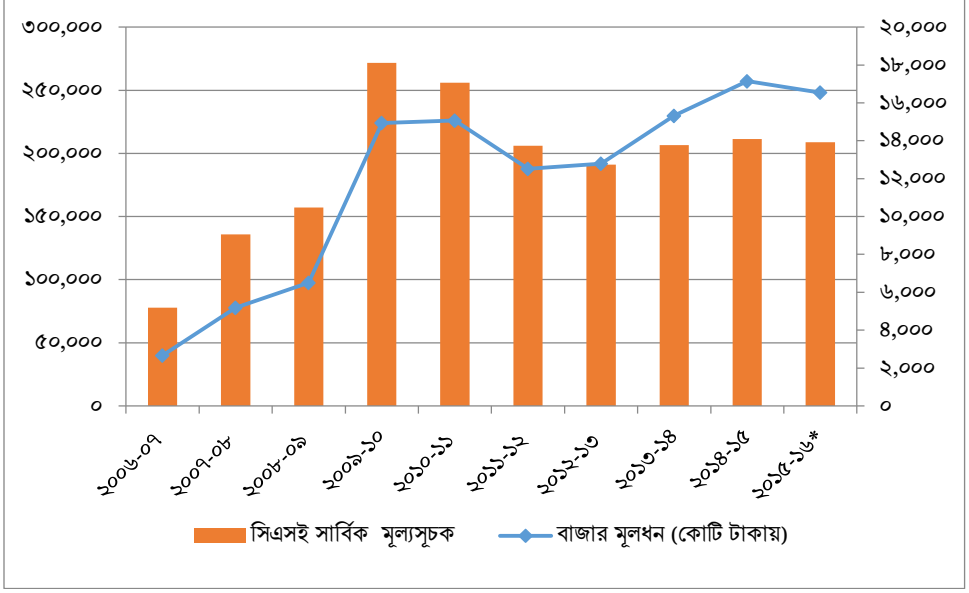

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড; * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।